তারিখ ... 02 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ .....

সংবাদ

রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে

শিক্ষক নিয়োগের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের তীব্র ক্ষোভ

লিয়াকত আলী বাদল ও তপন কুমার রায়, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর যোগ্যতা ন্যূনতম এসএসসি ও এইচএসসি এই দুই পরীক্ষা মিলে গড়ে জিপিএ ৬.৫ পেলে ভর্তি হওয়া যায় অথচ শিক্ষক নিয়োগে ওই দুই পরীক্ষায় ন্যূনতম গড়ে জিপিএ ৮.৫ লাগবে বলে শর্ত আরোপ করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে এমন সিদ্ধান্তে কোন শিক্ষার্থী ওই দুই পরীক্ষায় শর্ত পূরণ করেও ভর্তি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবনে ভালো ফলাফল করলেও নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোন দিন শিক্ষক হতে পারবে না। এতে পুরোদমে সুবিধাবঞ্চিত হবে আপামর নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থী। শিক্ষক নিয়োগে কর্তৃপক্ষের এমন হঠকারী ও আত্মঘাতী সিদ্ধান্তে ক্যাম্পাসে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক তোলপার সৃষ্টি হয়েছে।

কোন আলোচনার সুযোগ না দিয়ে গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় অনেকটা জোর করেই এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আজ বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে বলে দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে। জানা যায়, ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১টি বিভাগে বর্তমানে প্রায় আট হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। প্রতি বছর প্রায় ১২শ'র-অধিক শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়। ভর্তিকালীন একজন শিক্ষার্থীকে এসএসসি ও এইচএসসি এই দুই পরীক্ষায় ন্যূনতম যোগ্যতা ৬.৫ ফলাফলে ভর্তি করানো হয়। তবে ইউনিট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই যোগ্যতার কিছুটা তারতম্য থাকলেও সেই ফলাফলেও ৭.৫ রাখা হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর সময় এমন ফলাফল চাওয়া হলেও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীর ওই দুই পরীক্ষায় কমপক্ষে গড়ে ৮.৫ থাকতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগে কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্তে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও সুবিধাবঞ্চিত হলেও সে বিষয়ে কোন গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। কেননা একজন শিক্ষার্থী এসএসসি ও এইচএসসিতে ভর্তি পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত পূরণ করে ভর্তি হওয়ার পরে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সর্বোচ্চ ফলাফল করলেও কোনদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হতে পারবে না। এতে শিক্ষক হওয়ার লালিত স্বপ্ন কর্তৃপক্ষের এমন হঠকারী ও আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের বেড়াজালে শুরুতেই হোঁচট খেতে হবে। এই শর্ত পূরণ করতে না পারলে কোন শিক্ষার্থী স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে প্রথম, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় অধিকার স্থান করে সর্বোচ্চ ফলাফলের মতো ভালো ফলাফল করেও নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হতে পারবে না।

এ ব্যাপারে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের সদস্য সচিব ও গণিত বিভাগের শিক্ষক মশিউর রহমান অভিযোগ করেন, সবাই চায় রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো মানের শিক্ষক নিয়োগ করা হোক কিন্তু ভর্তির নীতিমালা পরিবর্তন না করে শুধু শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা পরিবর্তন করার কোন মানেই হয় না। এর মাধ্যমে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী যারা শিক্ষক হতে চান তারা শুধুমাত্র এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়ার কারণে শিক্ষক হতে পারবে না। তিনি বলেন, দেশের বেশিরভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ও মাস্টার্সের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ ৯ পেলেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং ভর্তি হতে পারে। কিন্তু আবার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে জিপিএ ৮ দশমিক ৫ পেলেই শিক্ষক হতে পারে। কয়েকজন শিক্ষক জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বার বার বলছেন প্রান্তিক ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে তাদের মেধার বিকাশ ঘটিয়ে শিক্ষকতাসহ বিভিন্ন পেশায় এগিয়ে আসুক সেখানে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় সব নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে নিজেদের মনগড়া সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। এদিকে বিজ্ঞান অনুষদের একজন শিক্ষক জানান, নিয়ম অনুযায়ী অনুষদভিত্তিক সভা করে সর্ব সিদ্ধান্ত গ্রহন করার পর একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় উত্থাপন করা এক্ষেত্রে তাও করা হয়নি। মূলত একটি বিশেষ মহল নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এমন উদ্ভট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা করছে বলে অধিকাংশ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জানান।

এদিকে সরকারি ছুটির দিনে সিন্ডিকেট সভা আহ্বান করে কর্মকর্তা কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করে সভায় উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেয়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার ইব্রাহিম কবীরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এসব বিষয়ে সিনেট সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।